22/04/2020

Section - D CC-9

Unit - II

(9) জানকীবল্লভ শাস্ত্রী =

জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর বিহারের গয়া জেলার মৈনার নামক গ্রামে 1916 খ্রীঃ। তাঁর পিতার নাম পন্ডিত রামানুগ্রহ শর্মা। তিনি প্রথমা, মধ্যমা তথা শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং 18 বছর বয়সে তিনি 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি লাভ করেছিলেন। 1935 খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কাকলী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, আবার স্বাধীনতাসংগ্রাম অবলম্বনে মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'বন্দীজীবনম্' (বন্দীমন্দিরম্) নামে একটি খণ্ডকাব্য রচনা করেন।

কবি জানকীবল্লভ শাস্ত্রী- আধুনিক সংস্কৃত কাব্যে এক নতুন সুরের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। তিনি গীত, স্তোত্র, গজল, শ্লোক, কাহিনী, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সংস্কৃত রচনা করেছিলেন। তাঁকে সংস্কৃত কবিতার রোমান্টিক প্রবৃত্তির পুরোধা বলা হয়ে থাকে। তাঁর রচনাতে আধুনিক ভাববোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন পরম্পরার নির্বাহ দেখতে পাওয়া যায়।

(10) জগন্নাথ পাঠক =

আচার্য জগন্নাথ পাঠক 2nd ফেব্রুয়ারী 1934 খ্রী: বিহারে সহস্রারাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বারাণসীতে বিদ্যা অর্জনের জন্য গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ~~কি~~ তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হয়। তিনি কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, জম্মু ও ~~শ্রীসদাশিব~~ শ্রীসদাশিব বা কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ এর আচার্য ছিলেন।

কবির জগন্নাথ পাঠক ফারসী, উর্দু কবিতার নৈসর্গিক মধুরতা, স্নিগ্ধতা আর কোমলতা পূর্ণ

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত ছন্দের মিশ্রণে তিনি এক নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। 1980 খ্রীঃ তাঁর প্রথম কাব্যসংগ্রহ 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়। সাহিত্য একাডেমী (দিল্লী) পুরস্কারে গৌরবান্বিত। 'কাদম্বরী' অর্থাৎ মদিরা। সমস্ত দুঃখ, দ্বন্দ্ব, উল্লাস, সৌন্দর্য, ভারতীয় জীবন দর্শন প্রভৃতি আলোচ্য বিষয়।

কবিবর ইন্দ্রনাথ পাঠক এর অন্যান্য রচনাগুলি হল - প্রতীনকে, সন্ধ্যাপূর্তয়ঃ, কালিদাসপ্রশস্তয়ঃ, ত্রিপদাতিপ্রশস্তয়ঃ, ভেঃতমাদুল্লাবিফীতেম, গজলগীতানি, সুদীক্ষা, পিপাসা, সৌন্দর্যকিরণ, পত্রলেখা প্রভৃতি।

CC-9 Sec-C/Unit-II

শ্রীনিবাস রথ

শ্রীনিবাস রথের জন্ম কার্তিক পূর্ণিমায় ১৯৩৩ সালে উড়িষ্যার পুরীতে। পিতা জগন্নাথ শাস্ত্রী একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাছে শ্রীনিবাস ব্যাকরণ এবং

Scanned with CamScanner

সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন। বারাণসীর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় হতে আচার্য এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্যে দীর্ঘদিন রত ছিলেন। উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও কালিদাস সমারোহে মূল আয়োজকের ভূমিকা নেন তিনি। কালিদাস অকাদেমীর নির্দেশক ছিলেন। আকাশবাণী এবং রঙ্গমঞ্চের জন্য সংস্কৃত নাটকের নির্দেশনাও করেছেন। মধ্যপ্রদেশ সাহিত্য পরিষদ্ দ্বারা উরুভঙ্গের হিন্দী নাট্যে রূপান্তরের জন্য রাজশেখর পুরস্কার লাভ করেন। সংস্কৃতে অসাধারণ সেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল –

(১) তদেব গগনং সৈব ধরা

(২) বলদেবচরিতম্

নীচে এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল –

(১) <u>তদেব গগনং সৈব ধরা</u> –

১৯৯০ সালে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান এই বইটি প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে এই গ্রন্থটির জন্য শ্রীনিবাস সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। একচল্লিশটি কবিতার সংকলন এটি। সমাজে মানুষের পরিবর্তনযুক্ত স্বভাব, ব্যবহার বিপর্য্যয়, সদাচারবিমুখতা, নেতাদের স্বার্থপরতা, যুবকদের মনে ব্যাপ্ত নিরাশাবাদ ইত্যাদিকে লেখক নতুন ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি কবির সংবেদনশীলতা এই কাব্যে প্রকাশিত। 'ভারতজননী' শীর্ষক কবিতায় ভারতমাতাকে সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে কবির। বিষয়বস্তুতে নবীনতা ও নব্যকাব্যশৈলী ইত্যাদিতে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যের 'উজ্জয়িনী জয়তে' কবিতাতে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'রক্ষ তদ্ ভারতম্' কবিতাতে সুন্দরভাবে ভারতের চিত্র

Scanned with CamScanner

অঙ্কন করেছেন লেখক এবং বারবার প্রার্থনা জানিয়েছেন সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য, যে ভারতে ঋগ্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ববেদ রচিত হয়েছিল। যেখানে সংস্কৃতভাষা দেববাণীরূপে সম্মানিতা, যেখানে ক্রৌঞ্চদুঃখে বিগলিত হয়ে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন এবং যেখানে হিমালয়, মন্দাকিনী, বিন্ধ্যপর্বত, নর্মদা, কৃষ্ণা, ভাগীরথী, গোদাবরী প্রবাহিত সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য। ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ভিন্ন, বেশভূষা ভিন্ন তবু লোকতন্ত্রের উদয়ে সবাই এক। সেই ভারতকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন লেখক। 'জয়তি সংস্কৃতভারতী' কবিতাতে সংস্কৃত ভাষার বিশালতার জয় ঘোষণা করেছেন। 'মধ্যপ্রদেশ জয় হে !' কবিতাতে মধ্যপ্রদেশের রত্নগর্ভ বসুন্ধরার বর্ণনা করা হয়েছে।

'আধুনিকে জীবনে' কবিতাতে আধুনিক জীবনকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন। আধুনিক জীবনের সৌন্দর্যদৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। জীবনে অধুনাতনে, কিং মধুনা, বিজ্ঞাননৌকা, পাহি মুকুন্দং হরে ইত্যাদি গীতির মধ্যে সাম্প্রতিক জীবনে ঘটমান আচারের বিপর্য্যয়, পুরুষার্থ বিপর্য্যয়, সাধারণ জনের প্রভাব ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীরথের গীতিকাব্যগুলিতে সাম্প্রতিক জীবনে পরিদৃশ্যমান দুরন্ত জীবনযাত্রা, নেতৃবর্গের স্বার্থান্ধতা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। 'বিজ্ঞাননৌকা' কবিতাতে কবি লিখেছেন সংস্কৃতের উপবনে দূর্বা শুকিয়ে গেছে, এখন ঘর ও অঙ্গনে সবাই ক্যাকটাস লাগায়। মানবসভ্যতা এখন সন্তপ্ত। পৃথিবীতে জীবজগতের রক্ষা এখন সংকটের মধ্যে।

'তদেব গগনং সৈব ধরা' কাব্যসংগ্রহে সংস্কৃতগীতরচনার মাধ্যমে অধুনাতন ভাববোধ এবং পারম্পরিক অভিব্যক্তির এক অনুপম চিন্তন প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় একতা, দেশভক্তি, নবজাগরণ, আধুনিক জীবনের নানা বিচিত্র বর্ণনা এতে পরিলক্ষিত হয়।

Scanned with CamScanner

'বিপত্রিত-জীবন-লতিকা'-তে নবীনতা এবং রহস্যাত্মক অনুভূতি দেখা যায়। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির মধ্যে শ্রী রথ লক্ষ্য করেছিলেন মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক গুরুত্বের অবক্ষয়। সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রীড়াঙ্গন হতে দূষণ দূর করতে লেখক গীতিকাব্যে বর্ণনার উপর জোর দিয়েছেন।

(ii) বলদেবচরিতম্ –

'বলদেবচরিতম্' নামক মহাকাব্যটি 'দূর্বা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। আচার্য বলদেব উপাধ্যায়ের শিষ্য লেখক নিজের গুরু আচার্য বলদেব উপাধ্যায়ের চরিত্রকে আশ্রয় করে এই মহাকাব্যটি রচনা করেছেন। মহাকাব্যের সর্গের নাম হতেই কথাবস্তুর সঙ্কেত নিজে নিজেই পরিস্ফুট হয়। সেগুলি হল –

শ্রীবলদেবাবতারঃ
কর্জনবিজৃম্ভিতম্
বারাণসীনিবর্তনম্
মন্ত্রদৃষ্টিঃ
বর্ষাবিলাসঃ

কবিমনে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রথম থেকে অন্তিম পর্যন্ত দেখা যায়। কাব্যের আরম্ভে শ্রীগণেশকে নমস্কার করেছেন কবি। এই মহাকাব্যে বর্ণনাত্মক প্রসঙ্গ মনোরম। এই মহাকাব্যটি সহৃদয়হৃদয়মনোগ্রাহী।

শ্রী নিবাস রথ ১৯৯৭ সালে ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত দশম বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনে সংস্কৃত কবি সম্মেলনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০১৪ সালের ১৩ই জুন উজ্জয়িনীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

Scanned with CamScanner

Unit - II

রামকরণ শর্মা

Sec-C-D
Unit - II

১৯২৭ সালের বিহারের সারণ জেলার শিবপুর গ্রামে জন্ম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে হিন্দী এবং সংস্কৃতে এম.এ. পাশ করেন। এর পাশাপাশি সাহিত্যাচার্য, ব্যাকরণশাস্ত্রী এবং বেদান্তশাস্ত্রী ডিগ্রী লাভ করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভাষাতত্ত্বে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। দরভংগার কামেশ্বর সিংহ দরভংগা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ছিলেন ১৯৭৪ হতে ১৯৮০ পর্যন্ত। এছাড়াও বারাণসীর সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ অলঙ্কৃত করেছেন ১৯৮৪-১৯৮৫ পর্যন্ত। কলম্বিয়ার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেনসেলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপকরূপেও কাজ করেছেন। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলি হল – সর্বমঙ্গলা, দীপিকা, [illegible], [illegible], [illegible], সন্ধ্যা, পাথেয়শতকম্, সীমা, রয়ীশ, বীণা, [illegible] ইত্যাদি। এছাড়াও বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। বহু সম্মানে বিভূষিত তিনি। যেমন – সাহিত্য অকাদেমী সম্মান, ভারতীয়ভাষা পরিষদ সম্মান, দিল্লী সংস্কৃত অকাদেমী সম্মান, বাচস্পতি পুরস্কার ইত্যাদি। এছাড়া রাষ্ট্রপতি সম্মানেও বিভূষিত।

Scanned with CamScanner

CC-9 Unit-II Section-C

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী

রাধাবল্লভ ত্রিপাঠীর জন্ম মধ্যপ্রদেশের রাজগঢ় জেলাতে ১৯৪৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। পিতার নাম গোকুলপ্রসাদ ত্রিপাঠী ও মা শ্রীমতী গোকুল বাঈ। পিতামহ রামপ্রসাদ ত্রিপাঠী। পিতা গোকুল প্রসাদ সংস্কৃত এবং হিন্দী সাহিত্যের পণ্ডিত, কবি ও সমীক্ষক। পিতা মধ্যপ্রদেশ শাসনের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগে সংস্কৃতের প্রাধ্যাপক ছিলেন। রাধাবল্লভের মাত্র তিন বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ

Scanned with CamScanner

হয় । পিতার সান্নিধ্যে জীবন ব্যয়িত হবার ফলে স্বল্প বয়সেই রাধাবল্লভের কারয়িতৃ প্রতিভার বিকাশ পরিলক্ষিত হয় ও জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ১৯৬৫ সালে মধ্যপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা পরীক্ষাতে সারা প্রদেশে প্রথম স্থান লাভ করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে 'অমৃতলতা'-তে প্রকাশিত হয় তাঁর রচনা । ড. হরিসিংহ গৌর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগরে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন । তারপর নিউ দিল্লীতে (মানিত বিশ্ববিদ্যালয়) রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থানের উপাচার্য পদে ব্রতী হন।

সাহিত্যিক অবদানের জন্য অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন । সাহিত্য অকাদেমী সম্মান, কে.কে বিড়লা ট্রাস্ট হতে 'নাট্যশাস্ত্র বিশ্বকোষ' – এর জন্য শঙ্কর পুরস্কার, বেদব্যাস সম্মান এবং নাগপুরের কালিদাস সংস্কৃত অকাদেমী হতে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মান লাভ করেন । জার্মানী, হল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে গিয়েছেন । ২০০২ হতে ২০০৫ পর্যন্ত থাইল্যাণ্ডের শিল্পাকন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৬৭টির বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর । এছাড়া বহু গবেষণামূলক নিবন্ধ বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বহু গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন। সিমলার এডভান্স স্টাডি সেন্টারে মার্চ ২০১৪ হতে ২০১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রিসার্চ প্রোজেক্টে রত ছিলেন। এখনও তিনি সারস্বত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে তাঁর অবদান অপরিসীম।

তিনি বহু মৌলিকসাহিত্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি হল – প্রেমপীযূষম্, সন্ধানম্, লহরীদশকম্, সম্প্লবঃ, সংসরণম্, অভিনবশুকসারিকা, তণ্ডুলপ্রস্থীয়ম্, গীতধীবরম্, সুশীলানাটকম্, বিক্রমচরিতম্, উপাখ্যানমালিকা, অন্যচ্চ, স্মিতরেখা, তাণ্ডবম্, নাট্যমণ্ডপম্, সংস্কৃতনিবন্ধকলিকা, প্রেক্ষণসপ্তকম্, অভিনবশুকসারিকা, রুমীরহস্যম্, অভিনবকাব্যালঙ্কারসূত্রম্ ইত্যাদি। বহু গ্রন্থের সম্পাদনাও করেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। তাঁর সম্পাদিত

Scanned with CamScanner

গ্রন্থগুলি হল ভারতীয় কাব্যশাস্ত্র কী আচার্যপরম্পরা, সংস্কৃতসাহিত্য কা অভিনব ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্য বীসবীং শতাব্দী, নাট্যশাস্ত্রবিশ্বকোষ (চারখণ্ড), কালিদাস কী সমীক্ষা পরম্পরা ইত্যাদি।

হিন্দী ও ইংরেজী কাব্যের সংস্কৃতানুবাদেও তিনি সিদ্ধহস্ত। গদ্য, পদ্য এবং নাট্যরচনাতে তাঁর সমান দক্ষতা। সাহিত্যশাস্ত্র এবং নাট্যশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী।

তাঁর রচিত কিছু প্রখ্যাত রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল –

✓ প্রেক্ষণসপ্তকম্ –

এই নাট্যসংগ্রহে আছে সাতটি নাটক। সেগুলি হল – সোমপ্রভম্, মেঘসন্দেশম্, ধীবরশাকুন্তলম্, মুক্তিঃ, মশকধানী, গণেশপূজনম্ ও প্রতীক্ষা। সমস্ত নাটকগুলি সমসাময়িক সমস্যার উপর রচিত।

৬) সোমপ্রভম্ –

পণপ্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের দুঃখের কথা এই নাটকে বর্ণিত। পাঁচ বছরের মেয়ে সোমপ্রভার সাক্ষিদানের ফলে শ্বশুর শাশুড়ির অত্যাচারে অত্যাচারিত বিমলা কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল তার বিবরণ করুণ রসে জারিত করে রচিত হয়েছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে উচ্চশিক্ষিত হয়েও নারী হবার অভিশাপ কিভাবে পীড়া দেয় ইত্যাদি চিরন্তন সমস্যার সাথে এই রূপকে ভারতীয় নারীর সহনশীলতা, ত্যাগ, প্রেম এবং আদর্শ ভাবনা ইত্যাদি লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

সোমপ্রভা এক পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে। বিমলা এক চাকরি করা বিবাহিত মহিলা যার স্বামী অন্য শহরে চাকরি করেন। আর্থিক পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে বিমলার নিজের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। পুত্র না হবার দায়ে সে প্রতিনিয়তই নির্যাতিত হয়েছে। কন্যা সোমপ্রভা

Scanned with CamScanner

ছিন্ন কাপড়ের কারণে বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। পতি ও কন্যার অনুপস্থিতিতে শ্বশুর ও শাশুড়ী বিভিন্ন কারণে তাকে অত্যাচার করে এবং আগুনে জ্বালিয়ে মারার ষড়যন্ত্র করে। সোমপ্রভা সব দেখে দৌড়ে যায় এবং এক পুলিশকে ডেকে নিয়ে আসে নিজের মার প্রাণ রক্ষা করার জন্য। এই নাটকে লেখক স্ত্রীদুর্দশা, পণপ্রথা ইত্যাদি অনেক সমস্যার প্রতি সঙ্কেত দিয়েছেন।

(৬) মেঘসন্দেশম -

অন্তঃপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতির পরিবেশের প্রতি কবি গভীর চিন্তা ব্যক্ত করেছেন এই কাব্যে। এই প্রেক্ষণকে কালিদাসের মেঘদূতের নামকরণের ছায়ার উপর আশ্রয় করে সমসাময়িক প্রতিপাদ্য বিষয়ে কবি নবীন দৃষ্টিপাত করেছেন। এতে বর্ণিত পাত্র সৌরভের হৃদয়ে বর্ষার আগমনের প্রতি ব্যাকুলতার অতীব হৃদয়স্পর্শী।

(৭) ধীবরশাকুন্তলম –

যদিও কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এক প্রাসঙ্গিক কথাবস্তুর উপর আধারিত তবুও এতে নবীন কথাবস্তুর সংযোজন করে কবি নবীন কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। ধীবরকে নায়করূপে এবং উহার প্রেমিকাকে নায়িকারূপে প্রস্তুত করে নায়িকার নাম শকুন্তলা রেখে অপূর্বতার সমাবেশ করেছেন। এতে সরল জেলের প্রতি ধূর্ত রাজপুরুষের অবাঞ্ছিত কথার বর্ণনা করে লেখক রাজনেতাদের ধূর্ত সেবকগণ যেরকমভাবে নিরীহ লোকেদের উপর প্রতারণা ও ব্যাভিচার করে তার চিত্র অসাধারণ মুন্সীয়ানায় উপস্থাপিত করেছেন।

Scanned with CamScanner

(১৬) মুক্তিঃ –

এক প্রতীকাত্মক ও হাস্যরসাত্মক নাটক। এই নাটক দর্শনশাস্ত্রের মুক্ত পরিভাষা থেকে কিছুটা সরে গিয়ে মানবসমাজকে সর্বথা এক নবীন দর্শনের উপদেশ দেয়। এই নাটকে ভিখারী, আয়োজক তথা বিঘ্নরাজ নামক নেতা – চরিত্রগুলির মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র উপহার দিয়েছেন। এতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর এক মুচি বালকের সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতার এক স্বচ্ছ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। এই নাটকে দলিতের দুঃখ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

(১৭) মশকধানী-

এক হাস্য ব্যঙ্গপূর্ণ প্রতীকাত্মক নাটক । চারজন অভিনেতা মশারির চারটি দণ্ড হিসাবে অভিনয় করে এই রূপকে। মশকধানী অর্থাৎ মশারী। এটিতে গরীবের উপর ধনী মানুষের নিপীড়নের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই রূপকে কবি মশাকে প্রতীক বানিয়ে ধনাঢ্য রাজনেতা তথা সামন্তের উপর তীব্র কশাঘাত করেছেন। কবির দুঃখ যে সমাজে গরীব তথা দলিতের শোষণ সব যুগেই হয়ে থাকে। এতে ধনবাদী এবং ভোগবাদী সমাজের চিত্র বর্ণিত। এই নাটকে সূত্রধার দ্বারা মশাকে মারার অভিনয় ইত্যাদির দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। গরীবের উপর বড় মানুষের অত্যাচার এই নাটকে বর্ণিত।

(১৮) গণেশপূজনম্ –

এক প্রতীকাত্মক রূপক। এই রূপকে সমাজের ভ্রষ্টাচারের মুখকে উন্মোচন করার সাথে সাথে প্রজাতন্ত্রীয় ব্যবস্থার পাঠ দেয়। এই রূপকের পাত্র বুলাকীরাম এক সমাজকন্টক । যে জনতাকে প্রতারিত করে গণেশপূজার নাম করে লোকের কাছ হতে বেশী মাত্রায় ধন সংগ্রহ করে এবং অপ্রজাতন্ত্রীয় বিধিতে

Scanned with CamScanner

গণেশপূজা সমিতির সচিব হন। এই নাটকের প্রেক্ষাপট ঘোটালাপুরের পাড়ার একটি সর্বজনীন গণেশপূজার উৎসব। গণেশপূজাকে অবলম্বন করে দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতারণা ইত্যাদির প্রতি মানবতাবাদী কবি রাধাবল্লভ সুনিপুণভাবে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর লেখনীতে গণেশপূজার নাম করে জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় ইত্যাদির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

<u>প্রতীক্ষা</u> –

সমাজের মধ্যমবর্গীয় পরিবারের সম্যক চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন। বর্তমানে মধ্যমবর্গীয় পরিবারকে অত্যধিক দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। মধ্যমবর্গীয় পরিবারের মেয়ে পরিবারের আর্থিক সুস্থিতি আনতে চাকরি করে মা-বাবার সমস্যাকে দূর করার চেষ্টা করে। সবগুলি নাটকে বর্তমান সমাজসম্বন্ধে নানা সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

✓ তণ্ডুলপ্রস্থীয়ম –

এটি দশ অঙ্কের প্রকরণ। বিংশশতাব্দীর সামাজিক সচেতনতার প্রতীক এটি। এতে কুড়িটি চরিত্র আছে। নায়ক নিরঞ্জন, নায়িকা শারদা, শিক্ষকের নাম পঞ্চানন মিশ্র এবং তার চারজন ছাত্র – চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্রায়ণ, মট্টায়ন এবং তন্দ্রায়ন। নায়িকার বান্ধবী – প্রজ্ঞা, ধৃতি, স্মৃতি এবং মতি। রাজার ভৃত্য উদারসিংহ এবং তেজসিংহ। এই নাট্যরচনাতে লৌকিকতা এবং দার্শনিকতার সুন্দর সমন্বয় দেখানো হয়েছে। নাটকের নায়ক নিরঞ্জন তার মা ধারিণীর কাছ থেকে শুনেছে যে তার পিতা ওর জন্মদিনে ঘর হতে জল আনবার জন্য যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। ইহা শুনে নিরঞ্জন অধ্যয়নের জন্য জ্ঞানপুরের গুরুকুলে চলে যায়। সেখানে বিদ্যালাভ করে এবং তারপর রাজকুমারী শারদার সাথে বিবাহ হয়। শেষে শারদার সাহায্যে ধারিণী নিজের স্বামী ব্যোমকেশের সাথে মিলে। ব্যোমকেশ বলে জল আনবার জন্য কূপে যায় কিন্তু সেখানে ইহা শুষ্ক ছিল। এজন্য জলের জন্য মুখিয়ার ঘরে যায়। সেখানে

Scanned with CamScanner

চোর মনে করে তাকে কারাগারে বন্দী করে। নাট্যকার সামন্তদের অত্যাচার এবং গ্রামে জলের অভাবের চিত্র তুলে ধরেছেন। নিজের পরিশ্রমে নিরঞ্জন গ্রামে জলের অভাব দূর করে। ব্যোমকেশ, ধারিণী, নিরঞ্জন এবং শারদার মিলনে নাটকের সমাপ্তি হয়।

Scanned with CamScanner

গীতধীবরম্ – ধীবরগীত

এটি রাগকাব্য। যদিও লেখক এই কাব্য জয়দেবের অনুসরণে রচনা করেছেন কিন্তু নিজের পৃথিবীতল এবং ভাববোধ নির্মাণ করেছেন। প্রাচীনতা এবং নবীনতার মধ্যে অভিনব শৃঙ্খলার নির্মাণ করতে গিয়ে কবি জীবনের অনেক কিছু বলেছেন। নয়টি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্যে অনেক গীতি অতি গম্ভীর এবং দার্শনিক। সাগর ও ধীবরের প্রতীকে কবি এই গ্রন্থে গম্ভীর এবং দার্শনিক পক্ষের উন্মেষ করেছেন। এটা নিশ্চয় কবির জীবনদৃষ্টির দ্যোতক।

Scanned with CamScanner

রাধাবল্লভের প্রতিটি নাটকই জীবনমুখী নাটকের প্রতিরূপ। কবির কাব্য, কথা ও আখ্যান সর্বত্র সন্ধান করে তীব্র বাণীর অপূর্ব সম্মেলন দেখা যায়। ধর্মাচারের অতৃপ্ত কামনার মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে লেখক সমাজের বিকৃতির উপর তীব্র বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন। ত্রিপাঠীর নাট্যশৈলী যেরকম সুন্দর তেমনি কমনীয়। 'গীতধীবরম্' কাব্য নাট্যপ্রগীত কবিতার অনুকরণে লিখিত। মনুসংহিতার 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা' – এই লাইনটিকে ব্যঙ্গ করে ত্রিপাঠী লিখেছেন –

'যত্র নার্যস্তু দহ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
অন্নং জলং বলং রাষ্ট্রে সতীদাহেন জায়তে ।।'

(সন্ধানম্, পৃ. ৫৯)

স্বামী মারা যাবার পর পত্নীর সতী হবার পরম্পরা মধ্যকাল হতে ভারতের সভ্যতাতে ছিল। সমাজসংস্কারকেরা এই প্রথার বিরোধ করেছেন। কবির মন্তব্য – এটা কি স্ত্রীর দোষ যে সতীদাহের নামে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেবার কৌশল।

লোরীগীতিতে কবির ব্যক্তিত্ব, সংবেদনার সাথে সামাজিক নিষ্ঠার সংকল্প দেখা যায়। দেশী বিদেশী সব ছন্দের সহজপ্রয়োগে লেখক সিদ্ধহস্ত। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, সমীক্ষক, কুশল সম্পাদক। এছাড়া অনূদিতসাহিত্যের উৎসাহদাতা। লহরীকাব্যে সামাজিক বৈষম্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে ড. রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, যিনি সর্বদা আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

Scanned with CamScanner